গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০৫.১৭-(অংশ-১)- ৯৮৫

তারিখ : ১৬ অগ্রহায়ন ১৪২৭ / ০১ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : ''ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপিতে মূল ডিপিপি'র সাথে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপিতে মূল ডিপিপি'র সাথে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ এর সভাপতিত্ব গত ০৯/১১/২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(আরিফ আহমদ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক,"ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। উপসচিব (উন্নয়ন) সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ জন্য)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।
৫. মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd

বিষয় ঃ "ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপিতে মূল ডিপিপির তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ খায়রুল আলম সেখ অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	০৯ নভেম্বর ২০২০
সময়		দুপুর-২.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	Zoom Application Platform-এ

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপিতে মূল ডিপিপির তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ রোজ সোমবার Zoom এর মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটি উপস্থাপন করে জানান যে, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি ধারণ ক্ষমতা ৯৯৬ (নয়শত ছিয়ানব্বই) জন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে প্রায় ১৭০০ জন বন্দী অবস্থান করছে, যা কারাগারটির ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। কারাগারটির অধিকাংশ স্থাপনা প্রায় ২০০ (দুইশত) বছরের পুরাতন। ইতোমধ্যে কারাগারটির কতিপয় স্থাপনা পিডব্লিউডি কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ-কে বিভাগীয় শহর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান কারাগারটি পুনঃনির্মাণ ও এর বন্দি ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার জনে বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৩। এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন) সকলকে জানান যে, "ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১২৭.৬০ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। পরবর্তিতে ১ম সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রাকল্পিত ব্যয় ২৭১.৪৮ কোটি টাকা সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মূল অনুমোদিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৭.৬০৬৪ কোটি টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এরপর প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০২০ পর্যন্ত ধার্য করা হয়। বর্তমানে আলোচ্য প্রকল্পটিতে নতুন কিছু অঙ্গ সংযোজন ও পরিবর্তন করে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৪.১১ কোটি টাকা (১১২.৯%) বৃদ্ধি করে মোট ২৭১.৪৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ২(দুই) বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২২ মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ১ম দফায় সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান সংশোধন, প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি, নতুন স্থাপনা সংযোজনের এবং ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৪। সভাপতি এ পর্যায়ে উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির সার্বিক অবস্থা মূল কারণসহ তুলে ধরতে বলেন। সেই সাথে প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্যও স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী স্থপতিকে অনুরোধ করেন। নিবার্হী প্রকৌশলী, স্থাপত্য অধিদপ্তর জনাব নুসরাত জাহান বলেন অন্যান্য কারাগারের সাথে সামঞ্জাস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে সে আলোকে নকশা ও সে মতে প্ল্যান প্রণয়ন করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। এ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের মোট এরিয়া ৬৫ (পঁয়ষট্টি) একর। সংশোধিত মাষ্টার প্ল্যানে পেরিমিটার ওয়ালের ভিতরে এরিয়া ১৫.৭৩ একর যা পূর্বে ছিল ৮.৬০ একর। সংশোধিত মাষ্টার প্ল্যানে পেরিমিটার ওয়ালের ভিতরে এরিয়া প্রায় ১.৮৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংশোধিত মাষ্টার প্ল্যানে নতুন স্থাপনা ৯৩ (তিরানব্বই) টি, কাজ চলমান এমন স্থাপনার সংখ্যা ৩৪ (চৌত্রিশ)টি। এর বাইরে সীমানা প্রাচীর, সেগ্রিগেশন ওয়াল, রাস্তা, ড্রেন এবং পেরিমিটার ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী আরও জানান, প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মতে সংশোধিত ডি.পি.পি অনুসারে নন-রেসিডেন্সিয়াল ভবনে ৯.৩৬ কোটি টাকা, রেসিডেন্সিয়াল ভবনে ১৫.৮৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ভবন অঙ্গে ১৭.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বাইরে মাষ্টার প্ল্যান সংশোধন করার কারণে পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল, বাউন্ডারী ওয়াল, রাস্তা, ড্রেনের পরিমাপ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ৩৫.৯৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহিঃ বিদ্যুতায়নের সকল তার আন্ডার গ্রাউন্ড করায় ১৪.০০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। PIC এবং PSC সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন স্থাপনা যেমন:-রেস্ট হাউজ, ব্যাচেলর অফিসার্স কোয়ার্টার, পুরুষ সাক্ষাতকার কক্ষ, মাল্টিপারপাস সেড, আটার কল, মেইল কনভিকটেড প্রিজনার্স ওয়ার্ড, ইনসাইড গোডাউন, ১(এক)টি ১০০০ কেজি বেড লিফটের জন্য ৩৯.০১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পরিবর্তে ফায়ার হাইড্রেন্ট যুক্ত হওয়ায় ৪(চার) কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত ডিপিপিতে বৃদ্ধিকৃত ১৪৪.১১ কোটি টাকার মধ্যে নতুন স্থাপনা সংযোজন, বহি: বিদ্যুতায়নের তার আন্ডারগ্রাউন্ড করা, পেরিমিটার ওয়াল, বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন, রাস্তা, সেগ্রিগেশন ওয়ালের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম ধরার কারণে ৯২.৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থাপনার মূল্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপ-সচিব জনাব আরিফ আহমদ বলেন পূর্বের ডিপিপি ২০১৫ সালে প্রণয়নের পর এত স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্লাব ঘর, সিনিয়র জেল সুপারের ও ডাক্টরস কোয়াটার সহ বিভিন্ন স্থাপনার আয়তন বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এগুলো যৌক্তিক হওয়া প্রয়োজন। স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী স্থপতি জনাব নুসরাত জাহান বলেন, পূর্বের ডিপিপিতে প্রশাসনিক ভবনের সাথে ডরমেটরি এবং KOTE ভবনের সুবিধাদি যুক্ত করে খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগারের আদলে সারা বাংলাদেশে প্রটোটাইপ নক্সা করে প্রশাসনিক ভবনের নতুন প্লিন্থ এরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ফিমেল ক্লাসিফাইড ও গার্লস প্রিজনার্স ব্যারাক এবং ফিমেল আন্ডার ট্রায়াল ও কনভিকটেড প্রিজনার্স ওয়ার্ড ভবন দুটির ডিপিপিতে সুবিধাদি আলাদা আলাদা ভবনে উল্লেখ থাকলেও বর্তমান সংশোধিত ডিপিপিতে আলাদা আলাদা ৪(চার) টি ভবনকে ২(দুই)টি ভবনে নিয়ে আসায় প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। কারা অধিদপ্তরের চাহিদা এবং PIC এবং PSC মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে সিনিয়র জেল সুপার কোয়ার্টারের সহিত সিনিয়র ডক্টর কনসালটেন্ট কোয়ার্টার যুক্ত করায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ ওয়ার্ক সেড ভবনটি পূর্বে ১-তলা হলেও সংশোধিত আরডিপিপিতে কারা কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে ২-তলা করায় প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মহিলা ওয়ার্কসেড ভবনটির নক্সা খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট জেলের আদলে করা হয়েছে।

৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেল বলেন, ২০১৬ সালে ডিপিপি প্রণয়নের সময় ময়মনসিংহ কারাগারটিকে জেলা কারাগার হিসেবে ধরে স্বল্প পরিসরে চিন্তা করে সংস্কার ও আধুনিকীকরণের চিন্তা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগ হওয়ায় এবং যেহেতু কারাগারটি কেন্দ্রীয় বিধায় পরবর্তীতে অন্যান্য বিভাগীয় শহরের আদলে নতুনভাবে কারা অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণ করায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৮। সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপসচিব (উন্নয়ন) সভায় বলেন যে, সর্বশেষ ১৪ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্রে আবাসিক ভবন, পেরিমিটার ওয়াল, বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেণ,ওয়াকওয়ে, সীমানা প্রাচীরসহ বিভিন্ন ভবনের প্লিন্থ এরিয়ার বৃদ্ধির বিষয়গুলি যৌক্তিকভাবে হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। একই সাথে নতুন স্থাপনা, প্রকল্পের অফিসার্স কোয়াটার, পুরুষ মহিলা সাক্ষাৎকার কক্ষ, মাল্টিপারপাস শেড, আটার কল, কয়েদী ওয়ার্ড, গোডাউন এর প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধির ব্যাখ্যাসহ অংগসমূহের কাজের পরিমান যৌক্তিকভাবে হ্রাসের জন্য বলা হলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি। এছাড়া বহি: বিদ্যুৎতায়ানকে ভূগর্ভস্থকরণ, বহি: পানি সরবরাহ, ওয়াটার রিসার্ভার, কারা নিরাপত্তা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতে ওয়াশিং প্লান্ট, অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থা, ভূমি উন্নয়নের পরিমান ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিক হ্রাস ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে মর্মে বলা হয়েছিল, কিন্তু এর প্রতিফলন প্রস্তাবিত আরডিপিপি'তে দেখা যাচ্ছে না।

৯। এ পর্যায়ে, সভাপতি সভায় বলেন যে, আরডিপিপি'তে রেষ্ট হাউজ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারাগারের মতো নিরাপত্তা বেষ্টিত এলাকায় এটির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। কত জন অফিসারদের

জন্য মেস নির্মাণ হবে তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকল্পে ১তলা, ৩/৪ তলা ভিতের ২/৩ তলা ভবন নির্মাণের বেশ কিছু প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'তে বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব থাকা আবশ্যক। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(৯.১) গত ১৪ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল অংগের ব্যয় যৌক্তিকতার ভিত্তিতে হ্রাস পূর্বক আরডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব দিতে হবে;

(৯.২) মূল ডিপিপি'তে প্রস্তাবিত ভৌত আবকাঠামো এবং এর কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বর্তমান অবস্থা বিবেচনা ও ব্যাখা প্রদানপূর্বক আরডিপিপি'র প্রস্তাব দিতে হবে;

(৯.৩) বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট ১ তলা ভবন বা ৩/৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের ২/৩ তলা ইত্যাদি নির্মাণ না করে সমন্বিতভাবে করা যায় কিনা এবং একই সাথে তা উর্ধ্বমূখী করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে ডিপিপি'তে উল্লেখ করতে হবে, প্রয়োজনে এর ব্যাখ্যা আরডিপিপি'তে থাকতে হবে;

(৯.৪) অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদিসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের পরিবর্তন এবং এ গুলোর ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মতে যাচাই করে যৌক্তিকতাসহ পুনরায় প্রস্তাব দিতে হবে।

(৯.৫) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচনায় নিয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরডিপিপি'র প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

১০। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৯/১২/২০২০

(মোঃ খায়রুল আলম সেখ)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।